www.jago24.in | দ্বিতীয় বর্ষ, নবম সংখ্যা, নভেম্বর ২০২৩, কার্তিক - অগ্রহায়ণ ১৪৩০ | www.jago24.in

ধর্মে যে যার, উৎসব সবার

২৪ নং ওয়ার্ডের প্রায় ১২টি ক্লাবের কালীপুজার উদ্বোধনে হাজির ছিলেন পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে শতরূপার পল্লীর সম্প্রীতির কালীপুজায় বিশেষ অতিথি হিসাবে হাজির ছিলেন সাংসদ শ্রী সৌগত রায় এবং মেয়র পারিষদ শ্রী দেবরাজ চক্রবর্তী।

বিজয়া সম্মেলনী উৎসবে পৌরপিতা

গত ৮ ই নভেম্বর বন্ধন ব্যাংকোয়েট হলে, ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রতিটি মানুষকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান।

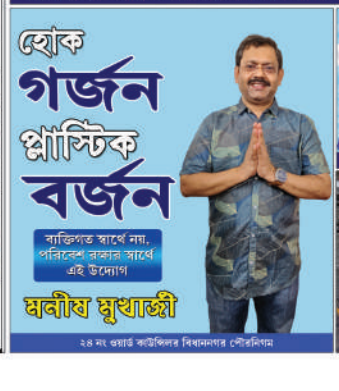

সম্পাদকীয়

কলমে বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী

শক্তিসাধনায় বাঙালি,,,,

এই বাংলার বুকেই সেই মা চন্ডিকার অভ্যুদয় সম্ভাবনা ব্যক্ত করেন সাধক রামপ্রসাদ।

আসুরিক ঐ ধনিক, চরিদিকে আছে মেলিয়া মুখ, চারি হাতে করে অসুরবধে তবু ভরে নাকো মায়ের ক্ষুধিত বুক।

বাঙালি হিন্দুর ধর্মীয় অনুষ্ঠান শ্যামাপূজার বিচিত্র মাত্রাগুলোর প্রতিই যদি শুধু দৃষ্টি দিই তাহলেও দেখব যে- বাঙালির ধর্মকেন্দ্রিক সংস্কৃতিরও মর্মমূলে নিহিত আছে ধর্মনিরপেক্ষ অন্তঃসার, তার ধর্মীয় উৎসবও সার্বজনীনতার সম্পদে সমৃদ্ধ এবং সদা গতিশীল ও অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদী। তাই কোনো উৎসব যদি বাহ্যত হিন্দুর ধর্মীয় উৎসবও হয় তবু তার সঙ্গে একাত্মবোধ করতে খ্রিস্টান, ব্রাহ্ম বা মুসলমান সাধকের সাথে বাঁধে না। সাম্প্রদায়িক মানস প্রতিবন্ধে আক্রান্ত সমালোচকরা যাই বলুন, সুস্থ বাঙালি সংস্কৃতির সাধকদের কেউই সাম্প্রদায়িক হিন্দু, খ্রিস্টান, ব্রাহ্ম বা মুসলমান নন- তারা কেবলই মানুষ।

এইভাবেই যুগ যুগান্ত থেকে চলে আসছে সেই সকল সাধকদের মাতৃ আরাধনার রীতিনীতি।তাই আজও বহন করে সেই সব দিনের স্মৃতি মধুর সময়ের, আনন্দের এবং উৎসবের এক স্বর্গীয় আমেজ।

বিষয় - আকাশ
খুকুমণির জিজ্ঞাসা।

সন্ধ্যা নামিতে চারিদিক
চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত
কি অপরূপ প্রাকৃতিক
সৌন্দর্য্যে ভরপুর।
গাছের ফাঁকে ফাঁকে।
চাঁদের কিরণে রাতের
অন্ধকার কুসুমাবৃত হয়ে আলোর বন্যা বয়ে চলেছে।
ছাদ বাগানের এক কোণে
বসিয়াছে বাবা আরাম
কেদারায়,
ছোট্ট মামনি পাশে দাঁড়িয়ে
বাবা কে শুধায়।
ঔ যে দূরে , দূরে আকাশের
গায়,মিটি মিটি তাঁরা জ্বলে
গুনে দিতে পার কি আমায়
মেয়ের মুখে প্রশ্ন শুনিয়া
বাবা বলিলেন
এখানে যে আছে সপ্তঋষি
আর নক্ষত্র কত শত
রয়েছে বুধ শুক্র মঙ্গল
বৃহস্পতি, ইউরেনাস
নেপচুন প্লুটো ।
আরও যে কত নক্ষত্র গ্রহ
রয়েছে এই আলো আঁধারিতে
জ্যোতির বিজ্ঞান পড়িলে শাস্ত্র
জানিতে পারিবে আকাশে
আকাশে কত শত নক্ষত্র

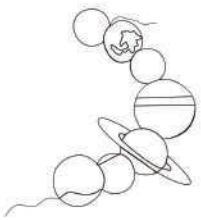

কলমে-
চন্দনা দাশ

বিজন আলোয়

ARNABHI SAHA
CLASS- II

পৌরপিতা
শ্রী মনীষ মুখার্জীর
"আমার কথা"

ভাড়াবাড়ি থেকে নিজের বাড়ি তৈরী,,,,

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "তোমাদের এই লৌকিক জীবন, ঘরবাড়ি এসব তো ভাড়াবাড়ি। কোনটাই নিজের বাড়ি নয়।" খুব সাদামাটা কথা হলেও এর অর্থ সহজ নয়। বাস্তবের বাড়িওয়ালা যে কোনও সময় এসে ভাড়াটেকে উঠে যাবার নোটিশ দিতে পারেন। হয়তো অনুরোধে বাড়তি কিছুটা সময়ও দিলেন। কিন্তু একদিন তো উঠে যেতেই হবে।

এ হলো আপনার লৌকিক বা পার্থিব ভাড়াবাড়ির কথা। কিন্তু একইসঙ্গে আরেকটা বাড়িতেও তো আপনি বাস করছেন, সেটা ভুললে চলবে কেন? সে বাড়ির মালিকের নাম যমরাজ। সেই ভয়ানক বাড়িওয়ালা একদিন এসে বললো, "এই যে শুনছেন, আপনার সঙ্গে তো চুক্তি ছিল ৬৫-৭০-৭৫-৮০ বা বড়জোর ১০০ বছরের। বাড়িভাড়া নেওয়ার বছরভিত্তিক চুক্তির মেয়াদ (পরমায়ু) শেষ হয়ে গিয়েছে। এবার বাড়িটা ছাড়ুন।

আপনি হয়তো খুব মিনতি করলেন। হাতে-পায়ে ধরলেন। যমরাজ-বাড়িওয়ালা হয়তো বাড়তি কিছুদিন সময়ও দিলেন। কিন্তু যমরাজ-বাড়িওয়ালা আবার ফিরে আসবেই। তখন আর ওজর-আপত্তি কাজ করবে না। সেদিন 'এ বাড়ি' ছেড়ে যেতেই হবে...

কিন্তু সেদিন থাকবেন কোথায়?

বুদ্ধিমান ভাড়াটে ভাড়াবাড়িতে থাকতে থাকতেই নিজের একটা বাড়ি তৈরি করতে থাকেন। একসময় তৈরিও হয়ে যায় তার নিজের 'নতুন বাড়ি'। যমরাজ-বাড়িওয়ালা শেষ নোটিশ দেওয়ামাত্রই ঘর ছেড়ে হাসতে হাসতে সেই বুদ্ধিমান ভাড়াটে চলে যান "নিজের বাড়ি"।

আপনাকেও তৈরি করতে হবে এমনই একটা বাড়ি। এ বাড়ির নাম 'আধ্যাত্মিক' বাড়ি। এ বাড়ি তৈরি করতে হলে অন্য সামগ্রী লাগে। এ বাড়ি নিজেই তৈরি করতে পারেন। আপনার আর আপনার বাড়ির মাঝে কোনও প্রোমোটার লাগে না। মাঝে 'ধর্মের ধ্বজা হাতে' কোনও রক্তচোষা পাণ্ডাবাহিনী বা 'বাড়ির দালাল'দেরও দরকার নেই। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা প্রার্থনা, মন্দির বা ধর্মস্থানে যাওয়া আর সাধুসঙ্গ বা সৎ মানুষের সঙ্গ। এসব করলেই ধীরে ধীরে তৈরি হয়ে যাবে আপনার নিজের বাড়ি। এই 'নতুন বাড়ি' থেকে কেউই আপনাকে উৎখাত করতে পারবে না। যমরাজ এসে তাঁর বাড়ি থেকে আপনাকে তুলে দিলেই আপনি হাসতে হাসতে চলে যাবেন আপনার 'আপন বাড়ি'।

তাই এতো যে কোনও ধর্মের জিন্দাবাদ-মুর্দাবাদ না করে, ধর্ম-ব্যবসা না করে, নিজের আখের গোছাতে ধর্মকে হাতিয়ার না করে, ক্ষমতা লাভের জন্য ধর্মকে ব্যবহার না করে, নিজেই "নিজের বাড়ি"-টা আগে তৈরি করুন। এখনই শুরু করুন। কারন, এমন একটা দিন আসবেই, যেদিন কোনও ধর্ম-ব্যবসায়ী বা ধর্ম-ধান্দাবাজ বা ধর্ম-দালাল ফিরেও তাকাবে না আপনার দিকে।

কি করবেন সেদিন ?

সেদিন কি করবেন তার সমাধান আমাদের নিজেদের মধ্যেই আছে। সেই সমাধানের একটাই সূত্র, জীবনের খোলা দরজার দিকে সব সময় তাকিয়ে থাকা। বন্ধ দরজা নিজে থেকেই চোখের আড়াল হয়ে যাবে। বিভিন্ন জনকল্যাণ কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখা। সাথে নিজের কাজের লক্ষ্যে একদম সুদৃঢ় থাকা। কারণ কর্মই একমাত্র পারে নিজের আধ্যাত্মিক বাড়ি তৈরির সমগ্র রসদকে তৈরী করতে।

কখনো কোনও চাপে নিজস্বতাকে হারিয়ে ফেলতে নেই। মানুষের অমঙ্গল কামনা করে কখনোই নিজের জন্য সুন্দর বাড়ি তৈরি করা যায় না। যদিও বা সেই বাড়ি কেউ হয়তো তৈরি করে নিতে পারেন,কিন্তু তা হবে সাময়িক বাড়ি। তিনি হয়তো তৈরি তো করে নেবেন কিন্তু কালের নিয়মে সেই বাড়ি কিন্তু ধসে যাবে।

সেদিন না থাকবে নিজের বাড়ি আর না থাকবে ভাড়াবাড়ি। এক অসহায় ভিখারির মতো তার স্থান হবে রাস্তার ফুটপাতে।

তাই সময় থাকতে থাকতে যারা এইরকম ভুল করে থাকেন, তারা শুধরে যান। না হলে এক চরম পরিণতি সেই সকল মানুষদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। কু-বুদ্ধি নিয়ে কখনো বড়ো হওয়া যায় না। একমাত্র সু- ধর্মের বুদ্ধি তৈরি করে দেবে তার জন্য এক নতুন সুন্দর "ধর্মবাড়ি"

ছটপূজায় পৌরপিতার যোগদান

বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর তত্ত্বাবধানে ছট পুজো সাড়ম্বরে আয়োজিত হল ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রতিটি প্রান্তরে।

উন্নয়ন কর্মের খতিয়ান

ডেঙ্গু প্রতিরোধে ওয়ার্ডে মশার ওষুধ স্প্রে

ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, চিকুনগুনিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ২৪ নম্বর ওয়ার্ডকে, ছয় ভাগে ভাগ করে প্রতিদিন এক একটি জোনে মশার ওষুধ স্প্রে করা হয়। প্রতিনিয়ত মশার ওষুধ স্প্রে করার ফলে ওয়ার্ডের প্রতিটি মানুষের বক্তব্য মশা প্রায় নেই বললেই চলে। শুধু তাই নয় গতবারের মতো এবারেও আমরা ডেঙ্গু মুক্ত ২৪ নম্বর ওয়ার্ড গলার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি।

২৪শে উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা

প্রতিদিন ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ব্যস্ততম ড্রেনগুলি এবং রাস্তাঘাট পরিষ্কার করার মাধ্যমে নিকাশি ব্যবস্থাকে সচল রাখা হয় যার ফল স্বরূপ বর্ষাকালে এই ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে আর জল দাঁড়ায় না। বর্তমান সময়ে নিকাশি ব্যবস্থা এই মুহূর্তে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ নিয়েছে। অতীতের মত জল জমে থাকা বর্তমানে এই ওয়ার্ডে স্বপ্নস্বরূপ।

জঞ্জাল মুক্ত '২৪' গড়ার লক্ষ্যে পৌরপিতা

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় বিধান নগর পৌরনিগমের পরিচালনায় এবং ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর ব্যবস্থাপনায় ও তত্ত্বাবধানে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাড়িতে বাড়িতে মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পের আওতায় দুটি করে বর্জ্য পদার্থ ফেলার বালতি দেওয়া হল। একটি নীল এবং অপরটি সবুজ। সবুজ বালতি ভেজা বর্জ্য পদার্থ ফেলার জন্য এবং নীল বালতি শুকনো বর্জ্য পদার্থ ফেলার জন্য।

নবচেতা পৌরপিতার নবরাস্তা নির্মান

২৪ নম্বর ওয়ার্ডের নোনাপুকুর সংলগ্ন অঞ্চলে সম্পূর্ণ নতুন, ঢাকা নর্দমাসহ রাস্তা তৈরি হল পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে। আগামীদিনে ওই এলাকার মানুষজনের যাতায়াতের সুবিধার্থে পৌরপিতার এই উদ্যোগ।

মাতৃভোগ বিতরনে পৌরপিতা

কালীপূজা উপলক্ষে বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনের পুজো গুলিতে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর তত্ত্বাবধানে মহা প্রসাদ ভোগ বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে।

২৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগের ব্যবহার, যত্রতত্র বেআইনি গাড়ি পার্কিং নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং নাইট পার্কিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যাঁরা ইতিমধ্যে সেই নির্দেশ মেনেছেন তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্তমানে ওয়ার্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন দোকান খুলছে। সেই দোকানগুলিতে যেন কোনরকম প্লাস্টিক বা থার্মোকল ব্যবহৃত না হয়। আরো একটি বিশেষ ঘোষণা- যে সমস্ত ব্যবসাদার ভাই-বোনেরা ফুটপাতে বসে ব্যবসা করছেন তাঁদেরকে আমরা অনুরোধ করছি আপনারা কেউ রাস্তার উপরে বসে ব্যবসা করবেন না এবং রাস্তায় কোনরকম ব্যবসায়িক জিনিসপত্র রাখবেন না। প্রধান রাস্তার উপর কোনরকম ভ্যান দাঁড় করিয়ে ব্যবসা করবেন না। এতে মানুষজনের এবং গাড়ি চলাচলের সমস্যা হয়। যাঁদের স্থায়ী দোকান আছে তাঁদেরকে আমরা অনুরোধ করছি আপনারা কেউ ফুটপাত অথবা ঢাকা নর্দমার উপরে কোনরকম ব্যবসায়িক জিনিসপত্র রাখবেন না। অন্যথায় আমরা আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হব। এছাড়াও পুজা উৎসব উপলক্ষে, সমস্ত পুজা কমিটি গুলিকে জানানো হচ্ছে যে, তাঁরাও যেন কোনরকম প্লাস্টিক বা থার্মোকলের ব্যবহার না করেন। অন্যথায় আমরা কঠোর আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং জরিমানা ধার্য করতে বাধ্য হব। ওয়ার্ডের প্রতিটি শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসাদার ভাই-বোনেদের কাছে অনুরোধ- আপনারা আপনাদের আশেপাশে কাউকে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ বা থার্মোকল ব্যবহার করতে দেখলে অথবা বেআইনি গাড়ি পার্কিং করতে দেখলে ৯৮৭৪৪২১৪৪১/৯৬৭৪৯৬৬২৩৯/৯৮৭৪৩৩৬০৩০ এই ফোন নম্বরে আমাদের জানান। আপনাদের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনার অঞ্চলের সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে এবং সর্বোপরি অঞ্চলের নিকাশি ব্যবস্থাকে সচল রাখতে আমাদের সহযোগিতা করুন। প্লাস্টিক এবং থার্মোকল বর্জন করুন।

মনীষ মুখার্জি, পৌরপিতা, ২৪ নম্বর ওয়ার্ড, বিধাননগর পৌর নিগম

সম্প্রীতির তীর্থক্ষেত্রে ভাইফোঁটায় পৌরপিতা

ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা যমের দুয়ারে পরলো কাঁটা...শতরূপা পল্লীতে বোনেরা তাদের প্রিয় বড় ভাই ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা মনীষ মুখার্জিকে ভাইফোঁটা দিয়ে সাদরে বরণ করে নিলেন। সাথে সেই নিবিড় ভালবাসার বন্ধনে পৌরপিতাকে আবদ্ধ করে নিলেন সারা জীবনের জন্যে পবিত্র ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে। এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, সমাজে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো ভাইফোঁটার শুভদিনে।

দৃশ্যদূষণ রোধে পৌরপিতা

২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর তত্ত্বাবধানে দৃশ্যদূষণ রোধে তাঁর ওয়ার্ডের প্রতিটি অঞ্চলে ব্যানার - হোর্ডিং খোলার কাজ চলছে। পৌরপিতার কঠোর নির্দেশে সরকারী কোনও ল্যাম্পপোস্টে বেসরকারি হোর্ডিং ব্যানার টাঙানো যাবে না। এই মুহূর্তে সমগ্র বিধাননগর পৌরনিগমে দৃশ্য দূষণ রোধে ২৪ নং ওয়ার্ড এগিয়ে আছে।

ওম নমঃ লক্ষী দেবীভৈ নমঃ...

বৈশাখী খেয়াঘাট অঞ্চলে কোজাগরী লক্ষীপুজোর উদ্বোধন করলেন বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয়। এলাকার প্রতিটি ব্যবসায়ী যেন মা লক্ষীর কৃপা লাভ করেন তার জন্যে মায়ের কাছে প্রার্থনা করলেন পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী। মা লক্ষীর আরাধনায় ওই এলাকার সকলে মিলে মহাসমারোহে অংশগ্রহণ করলেন উক্ত পূজায়।

পরিবেশ রক্ষনে পৌরপিতার নব উদ্যোগ

কেষ্টপুর খালপাড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্দেশ্যে, সমগ্র খালপাড় জুড়ে বাঁশের বেড়া দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে করালেন বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয়।

মা অন্নপূর্ণা প্রকল্প

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়, বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয়ের একটি ব্যক্তিগত বিশেষ উদ্যোগ দুঃস্থ মানুষদের সেবায় একটি প্রকল্পের আয়োজন করেছিলেন বিগত বছর। যার নাম মা অন্নপূর্ণা প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় প্রতিমাসে প্রায় শতাধিক দুঃস্থ মানুষকে - যাঁদের সংসারে কেউ নেই, সারা মাসের রেশন প্রদান করেন পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয়।

সম্প্রীতির খুঁটিপূজায় পৌরপিতা

শতরূপা পল্লীতে আয়োজিত কালীপুজা উৎসব উপলক্ষে, খুঁটি পূজার উদ্বোধন করলেন ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয়। আগামী দিনে শতরূপা পল্লীর এই কালীপূজা এক বৃহৎ উচ্চাসন পাবে সমগ্র বিধাননগর পৌর নিগমে। খুঁটি পূজার এই অনুষ্ঠানে বার্তা দিলেন পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী।

সম্পাদক
শ্রী বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী
দূরভাষ
৮৭৭৭০ ৯৮৪৫৮

কম্পোজ, গ্রাফিক্স এবং পেজ মেক-আপ
শ্রী সুদীপ্ত সেন
হোয়াটস অ্যাপ
৯৮৩১৭ ৬৫২৫১ / ৯৮৩০৩ ১১৬৯৬

(আমাদের জাগো ২৪ পত্রিকায় যেকোনো ধরণের চিঠি বা বার্তা, ছবি, শিশুদের আঁকা, লেখা, ছড়া বা কবিতা পাঠাতে পারেন উপরে দেওয়া হোয়াটস অ্যাপ নম্বরে)

JagoTwentyfour@ | jagotwentyfour.official | www.youtube.com/@jago24media | Jago Twentyfour

আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি - ৭, সেক্টর ৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত